

খিলাফত কেন ফরজ?

(শরীয়াহর দলীল ও প্রমাণ)

কাফেররা আমাদের জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ খিলাফতকে আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সমর্থ হয়েছে। যার ফলাফল হিসেবে আজকে আমরা ইসলামকে ধর্ম এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আদর্শ হিসেবে জানি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে দেয়া এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন, "মুসলমানদের মধ্যে কোন প্রকার একেবারে সম্ভাবনা দেখলেই তা চিরতরে ধ্বংস করে দিতে হবে। যেহেতু আমরা একবার খিলাফতকে ধ্বংস করে দিয়েছি, সুতরাং এখন থেকে তাদের মধ্যে কোন প্রকার একীকরণ ঘটাতে দেখা না দেয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে, হোক সেটা বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক।"

১৯২৪ সালের ২৪ শে জুলাই লুসান চুক্তির পর হাউস অফ কমন্সে দাড়িয়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড কার্জন তার বক্তৃতায় বলেন, "অবস্থা এমন যে, আমরা তুরস্ককে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তা আর কখনো মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে না, কারণ আমরা তার আধ্যাত্মিক চেতনার উৎস খিলাফত ও ইসলামকে ধ্বংস করে দিয়েছি।"

আজকে অত্যন্ত দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, আমরা আমাদের শাসন ব্যবস্থার কথা ভুলে গেছি; এমনকি 'খিলাফত' শব্দের সাথেও অনেকে খুব একটা পরিচিত নই। যার ফলে, আজকে উন্নতির সমাধানের ও আলোচনার জায়গায় ও 'খিলাফত' শব্দটা জায়গা পাচ্ছেনা। এমনকি কাফের মুশরিকদের নেতৃত্ব দানকারী ব্রিটিশরা এমন শিক্ষায়ই আমাদের শিক্ষিত করেছে যে আমরা আমাদের দ্বীনকে (জীবন ব্যবস্থা) বাদ দিয়ে তাদের দ্বীনের দিকে দৌড়াচ্ছি।

সুতরাং খিলাফত কি? এটা কেন ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়? আলোচনার পরবর্তী অংশে আমরা তা আলোকপাত করব।

ইসলাম অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনার পদ্ধতির নামই হচ্ছে খিলাফত ব্যবস্থা। এটা হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যা মহানবী (সঃ) এর ওফাতের পর "খুলাফায়ে রাশেদার" শাসনামল থেকে শুরু করে ১৯২৪ সালের ৩রা মার্চ ব্রিটিশ এজেন্ট কামাল পাশার নেতৃত্বে খিলাফত ধ্বংস হওয়ার আগ পর্যন্ত আমাদের মাঝে বাস্তবায়িত ছিল।"

মহানবী (সঃ) বলেছিলেন, "একে একে ইসলামের সবগুলো গিট খুলে যাবে। প্রথমে খুলবে শাসন ব্যবস্থার গিট এবং সবশেষে সালাতের গিট।" (মুসনাদ-ই-আহমদ)

পবিত্র কোরআনের আলোকে:

আল্লাহ (সুবহানাহ তা'লা) বলেন-

- ১) *ফালা ওয়া রব্বিকা লা ইয়ুমিনুনা হাভা ইয়ুহাক্কিমুকা ফি মা শাজারা বাইনাহুম ছুম্মা লা যাজিদু ফী আনফুছিহিম হারাজা মিম্মা কুদাইতা ওয়া ইয়ু সাল্লিমু তাসলিমা।*

অর্থাৎ, অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায্যবিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা হুঁচকিতে কবুল করে নেবে। (সূরা নিসাঃ৬৫)

- ২) *ইন্না আনঝালনা ইলাইকাল কিতাবা বিল হাক্কি লিতাহকুম বাইনান্নাসি বিমা আরাআল্লাহ-----।*

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করেন, যা আল্লাহ আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করান। (সূরা নিসাঃ১০৫)

- ৩) *ফাহকুম বাইনাহুম বিমা আনঝাল্লাহ ওআ'লা তাভাবি' আহওয়া আহম আন্মা জা'আকা মিনাল হাক্ক-----।*

অর্থাৎ, অতএব, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করুন এবং আপনার কাছে যে সৎপথ এসেছে তা ছেড়ে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৮)

- ৪) *ওয়া আনিহকুম বাইনাহুম বিমা আনঝাল্লাহ ওআ'লা তাভাবি' আহওয়া আহম ওয়াঝাহুম আইয়াফতিনুকা আম বা'দি মা আনঝাল্লাহ ইলাইকা-----।*

অর্থাৎ, আর আমি আদেশ করছি যে, আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফায়সালা করুন; তাদের থেকে সতর্ক থাকুন যেন তারা আপনাকে এমন কোন আদেশ থেকে বিচ্যুত না করে, যা আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন। (সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৯)

- ৫) *ওয়ামাল্লাম যাহকুম বিমা আনঝাল্লাহ ফাউল্লায়িকা হুমুল কাফিরুন-----, ফাউল্লায়িকা হুমুজ জলিমুন-----, ফাউল্লায়িকা হুমুল ফাসিকুন-----।*

অর্থাৎ, যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার ফায়সালা করেনা তারাই কাফের, -----, তারাই জালেম, ----- তারাই পাপাচারী। (সূরা আল-মায়িদাঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭)

উপরোক্ত আয়াত এবং এ রকম অসংখ্য আয়াত এটাই প্রমাণ করে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান দিয়ে দেশ শাসন করা আমাদের জন্য ফরজ। ১ম আয়াত থেকে পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর বিধানকে রাষ্ট্র এবং শাসনকার্য পরিচালনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে মেনে নেয়াকে ঈমানের পূর্বশর্ত হিসেবে বলা হয়েছে।

পবিত্র হাদিসের আলোকেঃ

- ১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, "আমি রাসুল (সাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'মান মাতা ওয়ালাইসা ফি উনুকিহী বায়আ'তান মাতা মিতাতান জাহিলিয়াতান'।"
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে তার কাঁধে কোনও আনুগত্যের শপথ নেই তবে তার মৃত্যু জাহেলী যুগের মৃত্যু। (সহীহ মুসলিম)
- ২) আবু হাজিমের বরাত দিয়ে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, আমি আবু হুরাইরার (রাঃ) সাথে ৫ বছর অতিবাহিত করেছি এবং তাকে বলতে শুনেছি, রাসুল (সঃ) বলেছেন, "কানাতা বনু ইসরাইলা ত'সুসুহমুল আশিয়া, কুল্লুমা হালাকা নাবিয়্যিন খলাফাহু, শাইয়্যাকু বা'দি খলাফা"-----
অর্থাৎ বান ইসরাইলকে যুগে যুগে শাসন করতেন নবীগণ। যখন একজন নবী মৃত্যুবরণ করতেন তখন তার স্থানে অন্য নবী আসতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী নাই। শীঘ্রই অসংখ্য খলীফা আসবেন। তারা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তখন আপনি আমাদের কি করতে আদেশ করেন? তিনি (সঃ) বললেন, তোমরা একজনের পর একজনের বা'য়াত পূর্ণ করবে, তাদের হক আদায় করবে। অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে তাতেও উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। " (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)
- ৩) রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমার পরে যে নেতারা ক্ষমতা গ্রহণ করবে তাদের ভেতর ধর্মপরায়নতা তোমাদেরকে তাদের ধার্মিকতা দিয়ে পরিচালিত করবে এবং অধার্মিকরা তাদের অধার্মিকতা দিয়ে। অতএব, তাদের কথা শোন ও তাদেরকে মান্য কর এমন সব ক্ষেত্রে যেখানে সত্ত্বর অনুগামী হয়। যদি তারা সঠিকভাবে কাজ করে তবে তা তোমাদের পক্ষে যাবে এবং যদি তারা ভুলভাবে কাজ করে তবে তা তোমাদের পক্ষেও তাদের বিরুদ্ধে হিসাব করা হবে। (আল-মাওয়াদী)
- ৪) আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে আল আরাজ ও সেই সুত্রে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন- নিশ্চয়ই ইমাম হচ্ছেন ঢাল স্বরূপ যার পেছনে থেকে জনগণ যুদ্ধ করে এবং যার মাধ্যমে জনগণ নিজেদের রক্ষা করে। (মুসলিম)
- ৫) ইবনে আসিমের বরাত দিয়ে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন, আমিদের আনুগত্যের ছায়াবিহীন মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।

ইজমা আস-সাহাবাঃ

কোন মৃত ব্যক্তির দাফন ফরজ কাজ। সুতরাং দাফন বাদ দিয়ে তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে ব্যস্ত হওয়া হারাম এবং সাহাবারা একসাথে হারাম করবেন এটা অসম্ভব। তাই সাহাবাদের রাসুল (সঃ) দাফন বাদ দিয়ে খলীফা নিয়োগে ব্যস্ত থাকাকাটা এটাই প্রমাণ করে যে, এটা মুসলমানদেরও উপর সবচেয়ে বড় ফরজ কাজ। এবং ই কাজটি করতে তাদের তিন দিন দুই রাত সময় লেগেছিল বলে, তিন দিন দুইরাত পর্যন্ত এটা ফরজে কেফায়া থাকে এরপর থেকে তা ফরজে আইনে পরিনত হয়ে যায়।

হযরত উমর (রাঃ) যখন মৃত্যুর কাছাকাছি ছিলেন তখন খলীফা হিসেবে যোগ্য ৬ জনের নাম ঘোষণা করে যান, যার মধ্যে উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ), আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) ছিলেন। উমর (রাঃ) বলেছিলেন যে, তিনদিনের ভেতর খলীফা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যদি মতৈক্যে পৌঁছানো না যায় তবে যে মতভেদ করতে থাকবে তার শিরচ্ছেদ করবে। অথচ আমরা জানি, যথাযথ কারণ ছাড়া হত্যাকাণ্ড হারাম এবং উপরোক্ত সাহাবাগণ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত সাহাবী। সুতরাং সাহাবাদের ঐক্যমত এটাই প্রমাণ করে যে, তিনদিনের বেশী খলীফা ছাড়া থাকা আমাদের জন্য হারাম।

সাহাবাদের বক্তব্যঃ

- ১) আলী বিন আবু তালিব (রাঃ) বলেন, "ইমাম বা খলীফা বিহীন জনগণ কোনদিনও সঠিক পথে (দ্বীনের) পরিচালিত হবে না, যদিও সে (খলীফা) ভাল কিংবা খারাপ হোক।" (বায়হাকীঃ ১৪২৮৬, কানবুল উম্মাল)
- ২) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, "জনগণ জলুম-গুনাহের মধ্যে লিপ্ত থাকলেও ভোগান্তি শিকার হবে না যদি তাদের শাসক আল্লাহর দ্বীনকে মেনে চলে এবং বাস্তবায়ন করে কিন্তু শাসক যদি আল্লাহর দ্বীনকে বাস্তবায়ন না করে তবে জনগণ যতই সং হোক না কেন ভোগান্তির শিকার হবে।" (আবু নাদিম, হলুয়াত আউলিয়া)
- ৩) উমর বিন খাত্তাব বলেছেন, " লা ইসলামা বিলা জামাআ'তি ওয়ালা জামাআ'তি বিলা ইমারাহ, ওয়ালা ইমারাতি বিলা সামউন ওয়াতাহ।"
অর্থাৎ, সমাজ ছাড়া ইসলাম অর্থহীন, নেতৃত্ব ছাড়া সমাজ অর্থহীন এবং আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব অর্থহীন।

মুজতাহিদদের বক্তব্যঃ

"ওয়াইজ কুল রাব্বুকা লিল মালায়িকাতি ইন্ন জায়িনুন ফিল আরদি খলিফাতান।"

অর্থাৎ, আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেন, আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি। (সুরা বাক্বারঃ৩০)

- ১) ইমাম কুরতুবি এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, "হাজিহিল আয়াতু আসালুন ফী নাসাবি ইমামিন ওয়া খালিফাতিন, ইয়ুসমাউ লাহ ওয়া ইয়ু তাউ লিতাজতামি' বিহিল কালিমাতি, ওয়া তুনাফফিতু বিহি আহকামিল খালিফাহ, ওয়া লা খালাফু ফি ওয়াজুবি জালিকা বাইনাল উম্মাতি ওয়ালা বাইনাল আয়িম্মাহ, ইল্লামা রাওয়াইয়া আনিল আসামাল মুতাজিলি।"
অর্থাৎ, ইমাম কিংবা খলিফা বাছাইয়ে এই আয়াতটি একটি অন্যতম উৎস। খলিফার কথা শুনতে ও মানতে আমরা বাধ্য। একমাত্র খলিফাই গোটা বিশ্বকে তার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করবেন এবং আহকাম শরীয়াহ বাস্তবায়ন করবেন এবং এই ব্যাপারে দুই একটি বিচ্যুত গোষ্ঠী যেমন: আল-আসাম, মুতাজিলি ছাড়া উম্মতের কারও মধ্যে এমনকি মুজতাহিদদের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। (তাফসীরুল কুরতুবি: ২৬৪/১)
তিনি আরও বলেন, খিলাফত হচ্ছে সেই স্তম্ভ যার উপর বাকি স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠিত।

- ২) ইমাম আন-নব্বী (রহ:) বলেন, "ইজমাউ আলা আল্লাহ ওয়াজিব; আলাল মুসলিমিনা নাসাবুন খলিফাহ।" অর্থাৎ, খলিফা নির্বাচন করা যে ওয়াজিব, এই ব্যাপারে সব ইমমগণ ঐক্যমত। (শারহু সহীহ মুসলিম: ২০৫, খন্ড: ১২)
- ৩) ইমাম গাজ্জালী (রহ:) খিলাফত ব্যবস্থা না থাকার সম্ভাব্য পরিণতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- "বিচারকগণ বহিষ্কৃত হবেন, উলাইয়াগুলো অকার্যকর হবে, রাষ্ট্রের জারিকৃত বিধানগুলো শাসকদের দ্বারা বাস্তবায়ন হবে না এবং জনগণ হারামের শেষ প্রান্তে পৌঁছাবে।" (আল-ইকতিসাদ ফিল ইতিকাদ: পৃষ্ঠা: ২৪০)
- ৪) ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন- "ওয়াজিবান ই'উরাফু আল্লা ওলায়াতা আমরিলাছি, মিন আজমি ওয়াজিবাতিন, বাল্লা কিয়ামু লি-দ্বীন ইল্লা বিহা।" অর্থাৎ, দ্বীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে একজন খলিফা আছেন তা নিশ্চিত করা। সুতরাং খিলাফত ছাড়া ইসলামের বাস্তবায়ন নাই, এই ব্যাপারে আল-ফাদল, ইবনে ইয়াদ, আহমদ ইবনে হাম্বলসহ অন্যান্য ইমামরাও একই মতামত পোষণ করেন।" (সিয়াসাহ শরীয়াহ, অধ্যায়: নেতৃত্বে আনুগত্যের গুরুত্ব)
- ৫) ইমাম আবুল হাসান আল-মাওয়াদি (র:) বলেন- "আকদুল ইমামাতি লিমান ইয়াহকুমু বিহা ফিল উম্মাতি ওয়াজিবিল ইজমা।" অর্থাৎ, খলিফা যেই হোক না কেন, তার সাথে আনুগত্যের চুক্তি রক্ষা আমাদের জন্য ফরজ যাতে ইমামগণ একমত। (আল-আহকামুস সুলতানিয়াহ, (আরবী), পৃষ্ঠা: ৫৬)
- ৬) ইমাম আহমাদ (র:) বলেন- "আল-ফিয়াতু ইজা লাম আজুন ইমামুন বি আমরিলা মুসলিমিন।" অর্থাৎ, যখনই মুসলমানদের কতৃৎ কোন ইমাম তাকবে না তখন ফিতনা শুরু হবে।
- ৭) হিজরী ষষ্ঠ শতকের প্রসিদ্ধ স্কলার, আবু হাফস উমর আল-নাসাফি (র:) বলেছেন- মুসলমানদের অবশ্যই একজন খলিফা থাকতে হবে, যে আল্লাহর হুকুমকে বাস্তবায়ন করবে, হুদুদকে প্রতিষ্ঠা করবে, সীমান্ত রক্ষা করবে, জুম্মা এবং দুই ঈদকে প্রতিষ্ঠাকরবে, উম্মতের বিচার ফায়সালা করবে, স্বাক্ষর-প্রমাণ বিচার করে আইনি অধিকার রক্ষা করবে, দরিদ্র এতিম এবং যুবকদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে এবং গণিমতের সুষম বন্টন করবে।
- ৮) ইমাম আল-জুজাইরি (যিনি ৪ মাযহাবের ফিকহের একজন প্রসিদ্ধ আলেম) ৪ মাযহাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন- "ইমামগণ (ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল) ইমামাহ (খিলাফত) হচ্ছে একটি ফরজ এবং মুসলমানদের অবশ্যই একজন খলিফা নির্বাচন করতে হবে যিনি দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং মজলুমের ন্যায্য বিচার প্রকিষ্ঠিত করবেন।"
- ৯) ইমাম আল-হাজ্জামী বলেছেন- "এটা প্রসিদ্ধ যে, সাহাবা (রা:) গণ্য এবং ব্যাপারে ঐক্যমত ছিলেন যে, রাসুল (সঃ) এর মৃত্যুর পর খলিফা নির্বাচন ওয়াজিব। তারা এটাকে অন্যান্য ফরজের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এমনকি রাসুল (সঃ) এর দাফনের চেয়েও।" (আল-হাজামিন শাওয়াকুল হারাকাহঃ ১৭)

মুসলিম উম্মাহর খলিফা একজন

হাদিসের আলোকে:

- ১) সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রা:) হতে বর্ণিত রাসুল (সঃ) বলেছেন- "যদি দুইজন খলিফার জন্য আনুগত্যের শপথ নেয়া হয় তবে পরের জনকে হত্যা কর।"
- ২) আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনে আস (রা:) হতে ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন, রাসুল (সঃ) বলেছেন- "যখন একজন ইমামের হাতে বাইয়াত গ্রহণ সম্পন্ন হয়ে যায় তখন তাকে যথাসাধ্য মান্য করবে এমতাকছায় যদি কেউ তার সাথে বিরোধ করতে আসে (বাইয়াত দাবী করে) তবে দ্বিতীয় জনকে হত্যা করবে। (সহীহ মুসলিম)

ইজমা আস-সাহাবাহ:

ইবনে কাসিরের "আস-সিরা"; আত তাবারি রচিত "তারিখুল তাবারী"; ইবনে হিশাম রচিত "সিরাতু ইবনে হিশাম; বায়হাকীর "আস-সুনানুল কুবরা"; ইবনে হাজিমের "ফাসিল ফিল মিলাল" এবং আল ওয়াকিদী রচিত "আল-আক্বদাল-ফারিদ" এ বর্ণিত আছে যে, রাসুল (সঃ) এর মৃত্যুর পর বনু সাঈদা প্রাক্তনে যখন সাহাবারা (রা:) একত্রিত হয়ে খলিফা নির্বাচনের আলাপ করছিলেন তখন আল-হাক্বাব ইবনে মুন্জির বলেন- "চলুন আমরা আমাদের মধ্য হতে একজন এবং আপনাদের মধ্য হতে একজন আমির নির্বাচন করি, (অর্থাৎ সে আনসারদের মধ্য হতে একজন এবং মুহাজিরদের মধ্য হতে একজনের কথা বলছিল) তখন প্রত্যুত্তরে আবু বকর (রা:) বলেন, "মুসলমানদের দুইজন আমির হারাম"। অতঃপর সে তার ভুল বুঝল এবং তা লোকজনের মাঝে প্রচার করে দিল।

মুজতাহিদদের বক্তব্য:

- ১) ইমাম আশ-শাওকানী তার তাফসীরে কোরআন আল আজিমের ২য় খন্ডের ২১৫ পৃষ্ঠায় বলেন- "মুসলমান ও মুসলিম ভূমির অখন্ডতা বজায় রাখা, ইসলামের অন্যান্য জরুরী বিষয়ের (যেমন: নামাজ, রোজা ইত্যাদি) মতোই জরুরী ফরজ।
- ২) প্রসিদ্ধ ইমাম আল-হাসান আল-মাওয়াদি (র:) তার আহকাম আল-সুলতানিয়ার ৯ম পৃষ্ঠায় বলেন, "মুসলমানদের একই সময়ে দুইজন খলিফা থাকা হারাম।"
- ৩) ইমাম আন-নাওয়াবী তার মুগনী আল-মুহতাজ এর ৪র্থ খন্ডের ১৩২ পৃষ্ঠায় বলেন, "মুসলমানদের দুইজন বা ততোধিক খলিফাকে বাইয়াত দেয়া হারাম যদিও তারা ভিন্ন দেশে কিংবা ভিন্ন দূরত্বে অবস্থান করে।
- ৪) ইমাম ইবনে হাজাম তার মুহাল্লার ৪র্থ খন্ডের ৩৬০ পৃষ্ঠায় বলেন- "সমস্ত বিশ্বে একজনের অধিক খলিফা নির্বাচন করা বে-আইনি।"
- ৫) ইমাম আল-জুজাইরি (৪ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ছাত্র); ৪ মাযহাবের আলোকে বলেছেন- "আলোচনার মাধ্যমেই হোক কিংবা বিবাদের মাধ্যমেই হোক কোন ভাবেই মুসলিম বিশেষ একের অধিক খলিফা জায়েজ নয়।" (ফিকহুল মাযহাবুল আরবায়া: পৃষ্ঠা-৪১৬)

উপসংহারঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে, খিলাফতের শাসন ব্যবস্থাই একমাত্র ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারে। অন্যভাবে বলা যায় যে, খিলাফত শুধুমাত্র ফরজই নয় বরং ইসলামের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের একমাত্র পদ্ধতি।

ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, নবুয়্যতি ক্যালেভার রাসুল (সঃ) এর জন্মদিন কিংবা নবুয়্যতের বছর হতে গণনা করে ইসলামের ক্যালেভার হয়নি বরং রাসুল (সঃ) এর মদীনায় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বছর হতে গণনা করা হয় এবং আমরা সবাই জানি রাসুল (সঃ) হিজরত করেছিলেন মুসলমানদেও প্রথম ইসলামিক রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে। সুতরাং যে এই মহান দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে অজুহাত দাঁড় করাবে, সে আসলে ইসলামকেই নেগলেক্ট করবে এবং তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু। ঈমান আনার পরই একজন মুসলিমের জীবনের সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে খিলাপতের জন্য কাজ করা এবং যে সংগঠন সঠিকভাবে রাসুল (সঃ) এর দেখানো পদ্ধতিতে কাজ করছে তাদের সাথে শরীক হওয়া। তবেই সে এই ফরজের দায়ভার হতে মুক্ত হতে পারবে। এটা এমন একটি কাজ যাতে আল্লাহ (সু:তা:) নিজে সাহায্য করার ওয়াদা দিয়েছেন যা আমাদের জন্য যথেষ্ট।

আল্লাহ (সু:তা:) বলেন- "ওয়াদালাহুল্লাজিনা আমানু মিনকুম ওয়ামিলুহু ছলিহাতি লায়াসতাখলিফান্নাহুম ফিল আরদি-----।"

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম (দ্বীনের দাওয়া) করে আল্লাহ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন (খিলাফত) দান করবেন। (সূরা নুর, আয়াত-৫৫)

হুযায়ফা বিন যামিন (রা:) হতে বর্ণিত, রাসুল (সঃ) বলেছেন- "নবুয়্যত চলবে যতদিন আল্লাহ চান, অতঃপর যখন ইচ্ছা তিনি তা উঠিয়ে নিবেন, এরপর আসবে নবুয়্যতের আদলে খোলাফায়ে রাশেদার শাসন (১ম চার খলিফার শাসন) এবং তা চলবে যতদিন আল্লাহ চান। অতঃপর যখন ইচ্ছা আল্লাহ (সু:তা:) তাও উঠিয়ে নিবেন। তারপর আসবে বংশীয় শাসন এবং তা টিকে থাকবে যতদিন তিনি চান অতঃপর তিনি (আল্লাহ সু:তা:) যখন ইচ্ছা তা তুলে নিবেন। এরপর আসবে জুলুমের (বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জালিম শাসকগণের শাসন) শাসন এবং তা চলবে যতদিন আল্লাহ (সু:তা:) চান অতঃপর তার ইচ্ছানুযায়ী তিনি তাও তুলে নিবেন এরপর আসবে নবুয়্যতের আদলে খিলাফতের শাসন, অতঃপর রাসুল (সঃ) চূপ হয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহমসাদ ৪র্থ খন্ড, ২৭৩ পৃষ্ঠা)

অতঃপর এক হাদিসে মসজিদ আল- আকসা ইহুদীদের হাত হতে মুক্ত হওয়া প্রসঙ্গে রাসুল (সঃ) বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে হিজরী সন দুইবার আসবে এবং পরবর্তী হিজরী সন আসবে আমাদের পিতা ইব্রাহীম (আ:) যেখানে হিজরত করেছিলেন সেকান থেকে (অর্থাৎ, প্যালেস্টাইন থেকে)।

আল্লাহ (সু:তা:) প্রদত্ত ওয়াদা এবং রাসুল (সঃ) এর এই ভবিষ্যত বানীর উপর আস্থা রেখে আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে খিলাফত প্রতিষ্ঠার এই মহান কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং উম্মাহকে তার দ্বীন এবং তার হারানো গৌরবের কথা স্মরণ করাতে হবে।

ইমাম আহমদ তার মুসনাদে আহমাদের ৫ম খন্ডের ৩৫ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন- "রাসুল (সঃ) বলেছেন- "যদি শামের (প্যালেস্টাইন, লেবানন, জর্ডান, সিরিয়া) লোকজন দ্বীন থেকে সরে যায় তবে তোমাদের মধ্যে থেকেও খায়ের উঠে যাবে, কিন্তু তারপরও সেখানে একটি দল থাকবে যা নবসময় উম্মতের সমর্থন পাবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তারা বিরুদ্ধবাদীদের দ্বারা ক্ষতির শিকার হবে না।"

আল্লাহ (সু:তা:) আমাদেরকে উক্ত দলে শরীক হয়ে আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর (সু:তা:) জমীনে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করুন। (আমিন)

